বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
কৃষি ভবন
৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
সংস্থাপন বিভাগ
www.badc.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্রঃ

আলোচ্য বিষয় (ক) : বিগত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয় এর সাথে চেয়ারম্যান, বিএডিসি মহোদয় এর ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি অনুসারে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে মোট ০৪ (চার)টি সভা আয়োজনের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও, বিএডিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ মোতাবেকও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে মোট ০৪ (চার)টি সভা আয়োজনের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। সে আলোকে ২০২১-২২ অর্থ বছরের ১ম প্রান্তিকের (জুলাই' ২০২১-সেপ্টেম্বর' ২০২১) সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা'র কার্যপত্র সভাপতি মহোদয় এর অনুমোদনক্রমে ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রঃনং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত প্রস্তাব
১।	সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা।	১) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় 'প্রশাসনিক দক্ষতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশাসনিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন স্তরের জনবল । তাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে প্রশাসনিক দক্ষতা। এর জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন স্তরের জনবলের প্রশিক্ষণ। উইং বা বিভাগীয় প্রধান তার জনবলের অর্জিত প্রশিক্ষণকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। ২) সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সংস্থার 'সকল স্তরের জনবলের অংশগ্রহণ'। সংস্থার বিভিন্ন কাজে জনবলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে উইং বা বিভাগীয় প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। ৩) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় 'একতাবদ্ধতা' একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সংস্থার/দপ্তরসমূহের সকল স্তরের জনবলকে একতাবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ একটি টিমে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে প্রত্যেক কাজে সফলতা অর্জন সম্ভব হবে। উইং বা বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তা নিশ্চিত করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। ৪) সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সংস্থার সকল কাজকর্মে এ দু'টি বিষয় নিশ্চিত করা গেলে সংস্থার সুবিধাভোগীদের নিকট আস্থার আরেকটি বড় জায়গা তৈরি হবে। ফলে সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধিসহ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে। উইং বা বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।	

ক্রঃনং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত প্রস্তাব
		৫) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় 'তথ্য প্রাপ্তির অধিকার' অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তথ্যপ্রাপ্তি প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করণে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণীত হয়। উইং বা বিভাগীয় প্রধানগণ এই আইনের অধীনে তথ্য প্রদান নিশ্চিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। ৬) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় 'দুর্নীতি' একটি বড় অন্তরায়। সুতরাং প্রতিষ্ঠান প্রধান, উইং বা বিভাগীয় প্রধান প্রশাসনিক সকল কাজে দুর্নীতি পরিহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের সকলকে সততা ও ন্যায়পরায়নতার সাথে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং ইন-হাউজ ট্রেনিং-এ 'ইথিক্স এন্ড মোরালিটি' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	
২।	মাসিক/ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রেরণ।	বিএডিসি'র জনবল সংক্রান্ত মাসিক রিপোর্ট, শৃঙ্খলামূলক প্রতিবেদন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণের জন্য এবং অন্যান্য রিপোর্ট প্রস্তুতের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংস্থাপন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ভুল তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৩।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস)।	সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ((জিআরএস)। বিএডিসি'র ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুসারে প্রতি প্রান্তিকে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত সংস্থাপন বিভাগ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।	
৪।	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি।	সুশাসনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি। বিএডিসি'র ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্ম পরিকল্পনা, ২০২১-২২ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংস্থার সংগঠন ও ব্যবস্থাপন বিভাগ এ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।	
৫।	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন।	সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কার্যক্রম হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন । বিএডিসি'র ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা, ২০২১-২২ অন্তর্ভুক্ত রটিয়েছে। সংস্থার সংগঠন ও ব্যবস্থাপন বিভাগ, আইসি সেল এ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।	
৬।	আনুতোষিক প্রাপ্তি সহজীকরণ।	বিএডিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর কার্যক্রম ৩.১ এ সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে চাকুরীতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমা পূর্তির ০১ বছর পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে পত্র/ইমেইল এর মাধ্যমে অবহিতকরণ করা হচ্ছে যাতে আনুতোষিক ও অন্যান্য পাওনা প্রাপ্তি সহজ হয়। এ বিষয়ে বিএডিসি'র কল্যাণ কর্মকর্তা কাজ করে যাচ্ছেন। তাছাড়া, আনুতোষিক ফাইল এর কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য সংস্থাপন বিভাগ নিরলসভাবে কাজ	

ক্রঃনং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত প্রস্তাব
		করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের আনুতোষিক প্রদানের প্রস্তাব প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	
৭।	কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন।	বিএডিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর কার্যক্রম ১.৫ এ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। সংস্থার সাধারণ পরিচর্যা ও উদ্যান উন্নয়ন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ বিষয়ে কাজ করছে।	
৮।	দুর্নীতি বিষয়ক সচেতনতা।	বিএডিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর কার্যক্রম ৩.৩ এ দুর্নীতি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সংস্থার নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগকে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
৯।	বিবিধ	সুশাসন বিষয়ে কোন প্রস্তাব/পরামর্শ থাকলে অদ্য সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।	

(মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম)
যুগ্মপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন নম্বর- ৯৫৫২০৬৭
e-mail: establishment@badc.gov.bd